দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 20 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

আজ থেকে ফের ক্লাসে শিক্ষকরা

কর্মবিরতি স্থগিত

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

টানা আটদিন কর্মবিরতির পর আজ বুধবার থেকে ক্লাসে ফিরছেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের বৈঠকে কর্মসূচি স্থগিত করে ক্লাসে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বৈঠক শেষে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন নেতারা তাদের এ সিদ্ধান্তের কথা জানান। বিকেল সোয়া ৫টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান ভবনের মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে শুরু হয় বৈঠক। চলে সন্ধ্যা ?সাড়ে ৬টা পর্যন্ত। এতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা শিক্ষক ফেডারেশনের নেতারা অংশ নেন। ফেডারেশনের সভাপতি ফরিদ উদ্দিন আহমেদ এতে সভাপতিত্ব করেন।

সোমবার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষকদের ক্লাসে ফিরে যেতে বলেন। ওই বৈঠকে শিক্ষকরা ক্লাসে ফিরে যেতে সম্মত হন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের যৌক্তিক দাবিগুলো মেনে নেয়ার আশ্বাস দেন। মঙ্গলবার কর্মসূচি স্থগিতের সিদ্ধান্ত পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

আজ থেকে ফের ক্লাসে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নেবেন এমনটিই শিক্ষক নেতাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল।

গতকাল সভায় শিক্ষকরা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন। এ কারণে আমরা আশাবাদী।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব এ এস এম মাকসুদ কামাল সাংবাদিকদের বলেন, প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা দাবিগুলো তুলে ধরেছিলাম। প্রধানমন্ত্রীকে এ বিষয়ে খুব ইতিবাচক মনে হয়েছে। তিনি শিক্ষকদের দাবিগুলো দেখবেন বলে আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন।

মাকসুদ কামাল বলেন, তাঁদের আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়া হয়নি। আন্দোলনের অংশ হিসেবে কর্মবিরতি স্থগিত করা হয়েছে। আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি ফেডারেশনের পর্যালোচনা সভা হবে। সেখানে অবস্থা পর্যালোচনা করে পরবর্তী করণীয় ঠিক করা হবে।

তিনি আরো বলেন, কোনো কোনো আমলার কূট কৌশলের কারণে এই দাবি দাওয়া আদায়ে বিলম্ব হলে অথবা খুঁতিভাবে মেনে নেওয়া হলে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন তা মেনে নেবে না। শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করেই দাবি দাওয়াগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

গত ১১ জানুয়ারি থেকে দেশের ৩৭ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা অবিরাম ধর্মঘট পালন করেন। অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামোতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবমূল্যায়নের প্রতিবাদ ও অসঙ্গতি দূরীকরণের দাবিতে এ ধর্মঘট পালন করেন তারা। এ সময় ক্লাস ও মিড টার্মসহ অন্যান্য শ্রেণী পরীক্ষা স্থগিত ছিল।

শিক্ষক নেতারা বলেন, বর্তমান অবস্থায় অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামো বাস্তবায়িত হলে সপ্তম জাতীয় বেতনকাঠামোর তুলনায় গ্রেড-১ প্রাপ্ত শিক্ষকদের সংখ্যা অর্ধেক কিংবা তারও নিচে নেমে আসবে। উপরন্তু, গ্রেড-১ প্রাপ্ত শিক্ষকদের থেকে সুপারগ্রেডের ২য় ধাপে যাওয়ার কোনোও সুযোগ ও নির্দেশনা এই গেজেটে কিংবা অন্য কোনো পরিপত্রে এ পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়নি। শিক্ষকরা বলেন, গত ৬ ডিসেম্বর অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বাসভবনে শিক্ষক প্রতিনিধিদের এক সাক্ষাতের সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দাবিসমূহ পূরণের সুস্পষ্ট আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকাশিত গেজেটে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। এরপরই শিক্ষকরা আন্দোলনে নামেন। ২ জানুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে কর্মসূচি ঘোষণা দেন। সরকারকে সময় দিয়ে ১১ জানুয়ারি থেকে এই কর্মসূচি পালন শুরু হয়। একই সঙ্গে শিক্ষকরা শিক্ষামন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেন। কথা বলেন, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গঠন করা সচিব কমিটির সাথে।

সচিব কমিটির সাথে কথা বলার পর শিক্ষাসচিবের কাছে সুপারিশ দেয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যাতে আগের মতো সুযোগ-সুবিধা বহাল থাকে, সেভাবেই তাঁরা সরকারের কাছে পরামর্শ দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে থেকে ২৫ শতাংশকে গ্রেড-১-এ (সচিবের সমান) উন্নীত করার সুপারিশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ৫ শতাংশ শিক্ষককে সিনিয়র সচিবের সমান বেতন-স্কেলে রাখার সুপারিশ করেন।

দাবি পূরণে আন্দোলন কর্মসূচি পালনের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ চান শিক্ষকরা। গত বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, আমরা দাবি আদায়ে এখনও প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করছি। তার সঙ্গে কথা বলতে পারলেই অল্প সময়েই আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

রবিবার বিকালে শিক্ষকদের জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রী সোমবার গণভবনে চা চক্রের দাওয়ার দিয়েছেন। এর পরই সমাধানের আশা দেখেন শিক্ষকরা।